আপনার অসাধারণ প্রশ্ন: কিতাবুল মোকাদ্দাসের আল্লাহর কি সমস্ত মানুষকে বাঁচানোর পরিকল্পনা আছে? নাকি মাত্র কয়েকজনকে? সর্বোচ্চ উত্তর দিতে চেষ্টা করতে প্রশ্নটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যাক:

১. কিতাবুল মোকাদ্দাসের আল্লাহর কি সমস্ত মানুষকে বাঁচানোর পরিকল্পনা আছে? না!
২. শুধুমাত্র কয়েকজনকে রক্ষা করা হবে? হ্যাঁ, কিন্তু সমগ্র মানবতার মধ্যে, অল্প কিছু যারা সংরক্ষিত হয়েছে তারা আসলে একটি বড় সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে এবং বেহেস্তে মসিহ-অনুসারীদের গভীরতা এবং প্রস্থ দেখানোর জন্য "সংখ্যার বাইরে" হিসাবে তালিকাভুক্ত।

এটি একটি খুব চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন, প্রধান কারণ আল্লাহ, এবং একমাত্র আল্লাহ, তাঁর সমস্ত শাশ্বত উদ্দেশ্য জানেন। আল্লাহ কেবলমাত্র কিছু জিনিস প্রকাশ করেন যা তার মানব সৃষ্টির বোঝার জন্য ভাল। এই প্রশ্নটি মূলত জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি যাকে রক্ষা করবেন এবং অনন্তকাল ব্যয় করবেন তা কিতাবুল মোকাদ্দাসে স্পষ্ট করেছেন।

আমাদের উত্তরের দুটি পৃথক অংশ আছে:
১. না! কিতাবুল মোকাদ্দাসে সমস্ত মানুষের জন্য সর্বজনীন নাজাতের এমন কোন পরিকল্পনা নেই। কিতাবুল মোকাদ্দাসে বেহেস্ত এবং দোজখ নামক চিরন্তন স্থানগুলির অনেক উল্লেখ রয়েছে। বেহেস্ত বলতে নিখুঁত আনন্দে অনন্তকালের জন্য আল্লাহর উপস্থিতিতে থাকাকে বোঝায়। পতিত, বিদ্রোহী ফেরেশতা এবং অনেক লোক যারা চিরকালের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে বেদনা এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কাটাবে তাদের চিরকাল ধরে রাখার জন্য দোজখকে ঈসার দ্বারা প্রস্তুত করা চিরস্থায়ী স্থান হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

-মথি ২৫:৪১ "পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকদের বলবেন, 'ওহে বদদোয়াপ্রাপ্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। ইবলিস এবং তার ফেরেশতাদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও।

–মথি ২০:১৫ "যা আমার নিজের, তা আমার খুশীমত ব্যবহার করবার অধিকার কি আমার নেই? নাকি আমি দয়ালু বলে তোমার চোখ টাটাচ্ছে?' "

-মথি ২২:১৩-১৪ "তখন বাদশাহ্ চাকরদের বললেন, 'এর হাত-পা বেঁধে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও। সেই জায়গায় লোকে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।' " গল্পের শেষে ঈসা বললেন, "এইজন্য বলি, অনেক লোককে ডাকা হয়েছে কিন্তু অল্প লোককে বেছে নেওয়া হয়েছে।"

২. হ্যাঁ এবং না। হ্যাঁ, একটি মহান সংখ্যা, প্রকৃতপক্ষে, সংরক্ষিত হবে না, কারণ এই সংখ্যাটি কেবলমাত্র নতুন জন্মগ্রহণকারী সমস্ত মানবতার মধ্যে আপেক্ষিক কিছু লোককে প্রতিনিধিত্ব করে।

ঈসা ঘোষণা করেছিলেন যে অনেক লোক হারিয়ে যাবে এবং অল্পসংখ্যকই নাজাত পাবে।

একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য, কারণ এটি আপনার মৃত্যুর উপর চিরকাল সীলমোহর করে, আপনার নিজের ব্যক্তিগত নাজাত, জনসাধারণের নাজাত নয়!

ঈসা **ব্যক্তি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।** তিনি **আপনার** ব্যক্তিগত শাশ্বত ভাগ্য সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এই সত্যের কারণেই তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক ও আমন্ত্রণ জানান। ঈসা প্রত্যেক ব্যক্তিকে দোজখের ভয়াবহতা এবং ট্র্যাজেডি এবং পিতা আল্লাহর কাছ থেকে চিরতরে বিচ্ছেদ ব্যাখ্যা করে সতর্ক করেছেন। একই সময়ে, ঈসা আমন্ত্রণ জানান **যারা** তাকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর সাথে বেহেস্তে যাওয়ার জন্য আসবে। ঈসা এটা স্পষ্ট পরিস্কার করে দিয়েছেন যে "নাজাতের দরজা" আজ আপনার জন্য উন্মুক্ত, যদি আপনি এতে প্রবেশ করেন।

- মথি ১১:২৮ "তোমরা যারা ক্লান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ, তোমরা সবাই **আমার কাছে এস**; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।

আপনি কিভাবে জানেন যে ঈসা আপনাকে গ্রহণ করবেন? তিনি সহজভাবে ঘোষণা করেন: "**যার** ইচ্ছা সে আসতে পারে।" এটি একটি সর্বোত্তম শব্দ যার কোন সীমানা নেই এবং এতে সমস্ত প্রজন্মের সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত মানুষ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ঈসা বলেছিলেন যে আমরা তাঁর সাথে বেহেস্তে আসতে পারি। আসলে তিনি বলেছেন যে যার ইচ্ছা আসতে পারে**! . .** এবং আপনিও এর অন্তর্ভুক্ত। আপনি কি ঈসার সাথে যেতে চান**?**

-প্রকাশিত কালাম ২২:১৭ পাক-রূহ্ এবং কনে বলছেন, "**এসা**" আর যে এই কথা শুনছে সেও বলুক, "**এসা**" যার পিপাসা পেয়েছে সে আসুক এবং **যে** পানি খেতে চায় সে বিনামূল্যে জীবন্তপানি খেয়ে যাক।

- মথি ১০:৩২ [ঈসা বলেন] "**যে কেউ** মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করে আমিও আমার বেহেশতী পিতার সামনে তাকে স্বীকার করব।

-ইউহোন্না ১১:২৬ [ঈসা বলেন] আর **যে** জীবিত আছে এবং আমার উপর ঈমান আনে সে কখনও মরবে না। **তুমি কি এই কথা বিশ্বাস কর?"**

-প্রেরিত ১০:৪৩ সব নবীরাই তাঁর [ঈসা] বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাঁর উপর যারা ঈমান আনে তারা প্রত্যেকে তাঁর গুণে গুনাহের মাফ পায়।"

-রোমীয় ১০:১১ পাক-কিতাব বলে, "**যে কেউ** তাঁর উপর ঈমান আনে সে নিরাশ হবে না।"

-১ ইউহোন্না ৪:১৫ **যে কেউ** স্বীকার করে ঈসা ইব্নুল্লাহ্, আল্লাহ্ তার মধ্যে থাকেন এবং সেও আল্লাহ্র মধ্যে থাকে।

-ইউহোন্না ৬:৩৭-৪০ [ঈসা বলেন] "**পিতা আমাকে যাদের দেন তারা সবাই আমার কাছে আসবে।** যে আমার কাছে আসে আমি **তাকে কোনমতেই বাইরে ফেলে দেব না,** কারণ আমি আমার ইচ্ছামত কাজ করতে আসি নি, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছামত কাজ করতে বেহেশত থেকে নেমে এসেছি। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা এই যে, যাদের তিনি আমাকে দিয়েছেন তাদের একজনকেও যেন আমি না হারাই বরং শেষ দিনে জীবিত করে তুলি। আমার পিতার ইচ্ছা এই- **আপনাদের** মধ্যে যাঁরা পুত্রকে দেখে তাঁর উপর ঈমান আনেন তাঁরা যেন অনন্ত জীবন পান। আর আমিই তাঁদের শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।"

> যারা ঈসাকে অনুসরণ করার এবং মৃত্যুর পর তাঁর সাথে বেহেস্তে যাওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য নিম্নলিখিত সতর্কতাগুলি প্রযোজ্য:

-মথি ৭:১৩-১৪ "**সরু দরজা দিয়ে ঢোকো**, কারণ যে পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও বড় এবং রাস্তাও চওড়া। অনেকেই তার মধ্য দিয়ে ঢোকে। কিন্তু যে পথ জীবনের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও সরু, পথও সরু। **খুব কম** লোকই তা খুঁজে পায়।

-ইউহোন্না ১২:৪৮ **যে আমাকে অগ্রাহ্য করে** এবং আমার কথা না শোনে তার জন্য বিচারকর্তা আছে। **যে কথা আমি বলেছি সেই কথাই শেষ দিনে তাকে দোষী বলে প্রমাণ করবে;**

-মথি ২২:১৩ তখন বাদশাহ্ চাকরদের বললেন, 'এর হাত-পা বেঁধে বাইরের **অন্ধকারে ফেলে দাও।** সেই জায়গায় লোকে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।' "

-মথি ২৫:৩০ ঐ অপদার্থ গোলামকে তোমরা বাইরের **অন্ধকারে** ফেলে দাও; সেখানে লোকে কান্নাকাটি করবে আর যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।'

-লূক ৪:২৮, ২৯ এই কথা শুনে মজলিস-খানার সমস্ত লোক রেগে আগুন হল। তারা উঠে ঈসাকে গ্রামের বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে চলল, আর তাঁকে নীচে ফেলে দেবার জন্য তাদের গ্রামটা যে পাহাড়ের গায়ে ছিল সেই পাহাড়ের চূড়ায় তাঁকে নিয়ে গেল।

-মথি ৮:৩৪ তখন গ্রামের সব লোক বের হয়ে ঈসার সংগে দেখা করতে গেল। তাঁর সংগে দেখা হলে পর তারা তাঁকে অনুরোধ করল যেন তিনি **তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান।**

-ইউহোন্না ১:১১ তিনি নিজের দেশে আসলেন, কিন্তু তাঁর **নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না।**

-মার্ক ৬:৩ এ কি সেই ছুতার মিস্ত্রি নয়? এ কি মরিয়মের ছেলে নয়? ইয়াকুব, ইউসুফ, এহুদা ও শিমোনের ভাই নয়? তার বোনেরা কি এখানে আমাদের মধ্যে নেই?" এইভাবে ঈসাকে নিয়ে লোকদের মনে বাধা আসতে লাগল।

-২ পিতর ২:৪-৯ **ফেরেশতারা যখন গুনাহ্ করেছিল তখন** আল্লাহ্ তাদের ছেড়ে দেন নি বরং হাবিয়া-দোজখের অন্ধকার গর্তে ফেলে দিয়ে বিচারের জন্য রেখে দিয়েছেন। আর তিনি সেই পুরানো দুনিয়াকেও ছেড়ে দেন নি, বরং আল্লাহ্র প্রতি ভয়হীন লোকদের উপর বন্যা এনেছিলেন; কিন্তু নবী নূহ্ এবং অন্য সাতজনকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। নবী নূহ্ আল্লাহ্-ভয় সম্বন্ধে তবলিগ করতেন। সাদুম এবং আমুরা শহর আগুন দিয়ে ধ্বংস করে আল্লাহ্ সেই শহরের লোকদের শাস্তি দিয়েছিলেন এবং এইভাবে তিনি দেখিয়েছিলেন, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে না তাদের অবস্থা কি হবে; কিন্তু লুতকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। লুত আল্লাহ্ভক্ত লোক ছিলেন। সেখানকার আইন্তঅমান্যকারী লোকদের লমপটতায় তিনি কষ্ট পেতেন। সেই আল্লাহ্ভক্ত লোকটি তাদের মধ্যে বাস করে দিনের পর দিন তাদের কাজ দেখতেন ও তাদের কথা শুনতেন, আর শরীয়তের বিরুদ্ধে তাদের কাজ করতে দেখে তাঁর আল্লাহ্ভক্ত দিলে খুব বেদনা পেতেন। এই সব থেকে দেখা যায় যে, যারা প্রভুকে ভয় করে তাদের তিনি পরীক্ষার মধ্য থেকে রক্ষা করতে জানেন। এছাড়া যারা আল্লাহ্ভক্ত নয়, বিশেষভাবে যারা তাদের গুনাহ্-স্বভাবের খারাপ ইচ্ছামত চলে এবং <u>শাসন তুচ্ছ করে, তিনি তাদের শাস্তি পাবার জন্য রোজ হাশর পর্যন্ত রাখতেও জানেন।</u>

> এই একই ঈসা, যিনি তাঁকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ভয়ানক, করুণ পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে বেহেস্তে তাঁর সাথে সংখ্যাটি সংখ্যাহীন হবে।

-প্রকাশিত কালাম ৫:৮-১০ কিতাবটা নেবার পর সেই চারজন প্রাণী ও চব্বিশজন নেতা মেষ-শাবকের সামনে উবুড় হলেন। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বীণা ও একটা করে ধূপে পূর্ণ সোনার পেয়ালা ছিল। সেই ধূপে পূর্ণ পেয়ালাগুলো হল আল্লাহ্র বান্দাদের মুনাজাত। তাঁরা এই নতুন কাওয়ালীটি গাইছিলেন: "তুমিই ঐ কিতাবটা নিয়ে তার সীলমোহরগুলো খুলবার যোগ্য, কারণ তোমাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তুমিই তোমার রক্ত দিয়ে প্রত্যেক বংশ, ভাষা, **দেশ ও জাতির মধ্য থেকে আল্লাহ্র জন্য লোকদের কিনেছ।** তুমি তাদের নিয়ে একটা রাজ্য গড়ে তুলেছ এবং আমাদের আল্লাহ্র এবাদত-কাজ করবার জন্য ইমাম করেছ। দুনিয়াতে তারাই রাজত্ব করবে।"

ঈসা মসিহ আপনাকে, একক ভাবে, তাঁর সাথে বেহেস্তে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আপনি কি আসবেন? এর সবকিছুই ঈসা সম্পর্কে!

আপনার বন্ধুরা WIFM - ক্যাম্পাস